দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 FEB 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

016

সিণ্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শর্ত সাপেক্ষে ১৭ই ফেব্রুয়ারী খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।— আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সভায় আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে এর আগে অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা কার্যকর ও অবৈধভাবে হলে অবস্থানকারীদের আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ক্যাম্পাস ত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

আজ বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের শহরস্থ বাসভবনে সাড়ে ৬ ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, ১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত ছাত্র সংঘর্ষের জন্যে অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত ৩১ জন ছাত্রের মধ্যে ১২ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ডিসিপ্লিনারী কমিটি গত ২৫শে জানুয়ারী উপাচার্যের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের রিপোর্ট প্রদান করেন। ১৮ই জানুয়ারী সিণ্ডিকেটের

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সিণ্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত

(১ম পাতার পর)

জরুরী সভায় গৃহীত ৭টি সুপারিশ অনুযায়ী কমিটি এই রিপোর্ট দেন। রিপোর্ট অনুযায়ী সিণ্ডিকেট আজ ৯জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার ও ৫ জনকে সতর্ক নোটিশ দেয়। শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে জাফর আলম, গোলাম কবির, এনামুল হক, আজিজুর রহমান ও হামিদ হোসেনকে ৩ বছর, আমির হোসেন ও নেছার আহমদকে ২ বছর এবং হামিদুর রহমান ও শাহ নেওয়াজকে ১ বছরের জন্যে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সভায় গৃহীত অপর সিদ্ধান্তে বলা হয়, অবৈধভাবে ক্যাম্পাসে অবস্থানকারীদের ৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৬টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় পুলিশের সহায়তায় তাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে উপাচার্যকে ক্ষমতা দেয়া হয়। এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর সাপেক্ষে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুনরায় ক্লাস শুরু হবে।

সিণ্ডিকেটের সভা চলাকালে দুপুরে দু'দল ছাত্র সভাস্থলে অবস্থান নেয় এবং এক পর্যায়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ঐক্য অভিযুক্ত ৩১ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সিণ্ডিকেটের সভা চলাকালীন সময়ে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

এদিকে সিণ্ডিকেটের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিবাদ জানিয়েছে।

দীর্ঘ ৩৪ দিন পর অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেটের মুলতবী সাধারণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্রতা রক্ষার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।